প্রথম তফসিল

(ধারা ৩৮ দ্রষ্টব্য)

ফরম ক

ব্যালেন্স-শীট ফরম

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তি ও সম্পদ	টাকা
১। মূলধন :-[১]		১। নগদ	
(ক) অনুমোদিত শেয়ার মূল্যায়নের পরিমাণ		যে পরিমাণ টাকা ব্যাংক-কোম্পানীর নিজের কাছে, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত আছে (বৈদেশিক মুদ্রাসহ):-	
(অ) মোট শেয়ারের সংখ্যা :-		২। অন্যান্য ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা	
(আ) প্রতিটি শেয়ারের মূল্য :-		(চলতি হিসাবে বা আমানতে রাখা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	
(খ) বিলিযোগ্য শেয়ারের পরিমাণ		(ক) বাংলাদেশে :-	
(অ) বিলিযোগ্য শেয়ারের সংখ্যা :-		(খ) বাংলাদেশের বাহিরে :-	
(আ) প্রতিটি শেয়ারের মূল্য :-		৩। স্বল্প সময়ের নোটিশে পরিশোধের আহ্বানযোগ্য টাকার পরিমাণ :-	
(গ) প্রতিশ্রুত শেয়ারের পরিমাণ		৪। বিনিয়োগ (মূল্যায়নের প্রকৃতি, যেমন :-	
(অ) প্রতিশ্রুত শেয়ারের সংখ্যা :-		খরচ ও বাজার মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে) :-[৪]	
(আ) প্রতিশ্রুত প্রতিটি শেয়ারের মূল্য :-		(ক) সরকারী ট্রেজারী বিলসহ সরকারী সম্পত্তি-নিদর্শনপত্র এবং অন্যান্য ট্রাষ্টী সম্পত্তি-নিদর্শনপত্র :-	
(ই) প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে যে অর্থ প্রদানের আহ্বান করা হইয়াছে :-		(খ) শেয়ার (শ্রেণী বিন্যাসসহ, যথা :-	
(ঈ) শেয়ারের বিপরীতে অর্থ প্রদানের আহ্বানের পরে প্রদত্ত হয় নাই এইরূপ অর্থের পরিমাণ :- (যাহা বাদ দিতে হইবে)			

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(এ) বাজেয়াপ্ত শেয়ার :-

(যোগ করুন)

২। নগদ সঞ্চিতি এবং অন্যান্য নগদ :-

৩। আমানত ও অন্যান্য নগদ :-

স্থায়ী আমানত :-

সঞ্চয়ী ব্যাংক আমানত :-

চলতি হিসাব ঘটনা সাপেক্ষ হিসাব ইত্যাদি :-

৪। অন্যান্য ব্যাংক-কোম্পানী এজেন্ট ইত্যাদি হইতে গৃহীত ঋণ :-

(ক) বাংলাদেশে :-

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে :-

তথ্যাবলী

(অ) জামানত প্রদানক্রমে গৃহীত ঋণ (প্রদত্ত জামানতের ধরন উল্লেখ করিতে হইবে):-

(আ) বিনা জামানতে গৃহীত ঋণ :-

৫। পরিশোধযোগ্য বিল :-

অগ্রাধিকারমূলক, সাধারণ, স্থগিত শেয়ার এবং অন্যান্য শেয়ার, সম্পূর্ণ পরিশোধিত, আংশিক পরিশোধিত শেয়ার আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে):-

(গ) বন্ডের ডিবেঞ্চার :-

(ঘ) অন্যান্য বিনিয়োগ (যথাযথ শিরোনামে শ্রেণীবিন্যাসসহ) :-

(ঙ) স্বর্ণ :-

৫। অগ্রিম (গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষকগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ অনাদায়যোগ্য ও সন্দেহমূলক ঋণ ব্যতীত) :-

(ক) ঋণ, নগদ ঋণ, ওভার ড্রাফ্ট ইত্যাদি

(অ) বাংলাদেশে :-

(আ) বাংলাদেশের বাহিরে :-

(খ) বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিল

(সরকারের ট্রেজারী বিল ব্যতীত) :-

(অ) বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য :-

(আ) বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধযোগ্য :-

অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(ক) যে সকল ঋণের ব্যাপারে ব্যাংক-কোম্পানী সম্পূর্ণরূপে জামানত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত ঋণ :-

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh

৬। কন্ট্রাক্ট অনুসারে প্রাপ্য আদায়যোগ্য বিল (Bills for collection being bills receivable as per contract)

(ক) বাংলাদেশে :-

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে :-

৭। অন্যান্য দায় :- [২]

৮। কন্ট্রাক্ট অনুসারে পরিগৃহীত, পৃষ্ঠাঙ্কিত ও অন্যান্য দায় (Acceptances, Endorsements, and other obligations per contract) :-

৯। লাভ ও ক্ষতি :-

(ক) বিগত ব্যালান্সশীট মোতাবেক লাভ :-

উপযোজন (Less appropriation)

(খ) আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত এমন সব ঋণ যাহা সম্পর্কে ব্যাংক-কোম্পানী ব্যক্তিগত জামানতপ্রাপ্ত হইয়াছে :-

(গ) আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত এমন সব ঋণ যাহা সম্পর্কে দেনাদার ছাড়াও অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জামানতপ্রাপ্ত হইয়াছে:-

(ঘ) অনাদায়যোগ্য বা সন্দেহমূলক ঋণ যাহা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই :-

(ঙ) ব্যাংক-কোম্পানীর কোন পরিচালক বা কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত, বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত যৌথ বা একক দায়িত্বের ভিত্তিতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত, এইরূপ ঋণ যাহাতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা অংশীদার বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হিসেবে বা কোন প্রাইভেট কোম্পানীর সদস্য হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট :-

(চ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যাংক-কোম্পানীর কোন পরিচালক বা কোন কর্মচারীকে প্রদত্ত, বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত উক্ত পরিচালক বা কর্মচারীর একক বা যৌথ দায়িত্বে প্রদত্ত সাময়িক অগ্রিমসহ সকল অগ্রিমের মোট পরিমাণ:-

(ছ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যাংক-কোম্পানীর কোন পরিচালক বা কর্মচারীকে অনুমোদিত, বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত উক্ত পরিচালক বা কর্মচারীর একক বা যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে অনুমোদিত, সাময়িক অগ্রিমসহ সকল প্রকার অগ্রিম, যাহাতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বা প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক, অংশীদার বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হিসাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট :-

(জ) অন্যান্য ব্যাংক-কোম্পানীর নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ :-

৬। কন্ট্রাক্ট অনুসারে প্রাপ্য আদায়যোগ্য বিল (Bills receivable being bills for collection as per contract):-

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(খ) বর্তমান বৎসরের লাভ-ক্ষতির হিসাব হইতে প্রাপ্ত লাভ (যোগ করুন) :-

১০। ঘটনা সাপেক্ষ দায়সমূহ :- [৩]

(ক) বাংলাদেশে :-

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে :-

৭। কন্ট্রাক্ট অনুসারে পরিগৃহীত, পৃষ্ঠাঙ্কিত ও অন্যান্য দায়িত্বের জন্য মোয়াক্কেলের দায় (Constituent's liabilities for acceptances, endorsements and other obligations per contract) :-

৮। অংগনসহ ইমারত-[৬] (ক্ষয়ক্ষতিজনিত মূল্যহ্রাস বাদে) :-

৯। রৌপ্যসহ অন্যান্য সম্পদ-[৭]

(নির্দিষ্ট বিবরণসহ) :-

১০। ব্যাংক ব্যবসায় ব্যবহৃত নহে এইরূপ সম্পদ যাহা দাবী পরিশোধের সূত্রে অর্জিত-[৮]

(মূল্যায়নের ভিত্তির বিবরণসহ) :-

১১। লাভ ও ক্ষতি :-

মোট :-

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

টীকা

১। মূলধন :-

(ক) মূলধনের বিভিন্ন শ্রেণী থাকিলে আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) কোন চুক্তি অনুযায়ী নগদ টাকা পরিশোধ ব্যতিরেকে পূর্ণভাবে পরিশোধিত শেয়ার বরাদ্দ করা হইয়া থাকিলে তাহা আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) পরিস্থিতি অনুসারে টোলযোগ্য মূলধন এবং প্রতিশ্রুত মূলধন এবং যে পরিমাণ মূলধন পরিশোধের আহ্বান জানানো হইয়াছে তাহা একটি মাত্র দফায় দেখানো যাইতে পারে, যেমন:-

বিলিযোগ্য এবং প্রতিশ্রুত মূলধন ..... টাকার মধ্যে ..... টাকার পরিশোধিত শেয়ার।

(ঘ) বাংলাদেশের বাহিরে ব্যাংক-কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী অধ্যাদেশ, ১৯৯১ (অধ্যাদেশ নং ১৫, ১৯৯১) এর ধারা ১৩(৩) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত আমানত এই খাতের অধীন প্রদর্শন করিতে হইবে, অবশ্য উক্ত আমানতের পরিমাণ কলামের বহিরাংশে প্রদর্শন করিতে হইবে না।

২। এই শিরোনামে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, যথা :- অবসর ভাতা বা বীমা তহবিল, অদাবীকৃত ডিভিডেন্ড, অগ্রিম এবং মেয়াদ অতিক্রান্ত হয় নাই এইরূপ বাট্টাকৃত অর্থ (discounts) সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর প্রাপ্য দায় এবং অন্য যে কোন দায়।

৩। এই শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলীকে নিম্নরূপে শ্রেণীবিন্যাস করা যাইতে পারে:-

(ক) ব্যাংক-কোম্পানীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এইরূপ দাবী যাহা ঋণ হিসাবে স্বীকৃত নহে;

(খ) (১) ঘটনা-সাপেক্ষ দায়ের পরিমাণ; এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পক্ষে কোন দায় পরিশোধের জন্য নিশ্চয়তা প্রদত্ত হইয়া থাকিলে উহার পরিমাণ আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে;

(২) সরকার, কোন ব্যাংক বা অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্য কাহারো পক্ষে কোন পরিশোধের জন্য ব্যাংক-কোম্পানী কোন ঘটনা-সাপেক্ষ নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া থাকিলে তাহা আলাদাভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে;

(গ) পুঞ্জীভূত অগ্রাধিকারমূলক ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বকেয়ার পরিমাণ;

(ঘ) পুনঃ বাট্টাকৃত বিনিময় বিল বাবদ দায়ের পরিমাণ;

(ঙ) বকেয়া ফরোয়ার্ড এক্সচেঞ্জ কন্ট্রাক্ট বিল বাবদ দায়।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

৪। ব্যালেন্স-শীটের বহিঃপ্রান্তীয় কলামে প্রদর্শিত বিনিয়োগের পরিমাণ উহার বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হইলে, উক্ত বাজার মূল্য আলাদাভাবে বন্ধনীর মধ্যে দেখাইতে হইবে।

৫। এই শিরোনামের অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ বৎসরে উপরিউক্ত সকল হিসাবের অবশিষ্ট নগদ (outstanding balance) এর যোগফল একটি মাত্র ইউনিট হিসেবে দেখাইতে হইবে।

৬। (ক) "অংগনসহ ইমারত (ক্ষয়জনিত মূল্যহ্রাস বাদে)" শিরোনামে ব্যাংক-কোম্পানীর পূর্ণ বা আংশিক দখলভুক্ত সকল ইমারত ও উহার অংগনাদি প্রদর্শন করিতে হইবে।

(খ) মূলধনের স্থায়ী খরচ (fixed capital expenditure) এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের মূল খরচ, অতিরিক্ত খরচ এবং এইরূপ খরচের হ্রাসকৃত পরিমাণ দেখাইতে হইবে। একইভাবে ক্ষয়জনিত মূল্যহ্রাস বাদ দেওয়া হইলে উহার মোট পরিমাণ; যেক্ষেত্রে সম্পদের পুনঃ মূল্যায়নের কারণে বা মূলধনের মূল্য হ্রাসের কারণে কোন অর্থ মূলধন হইতে বাদ দেওয়া হয় তাহার মোট পরিমাণও আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে।

(গ) উপরের (খ) দফায় উল্লিখিত বাদ দেওয়া অর্থ বা সম্পদের পুনঃ মূল্যায়ন যে ব্যালান্স-শীটে প্রদর্শিত হয় উহার পরবর্তী প্রতিটি ব্যালেন্স-শীটে অনুরূপভাবে বাদ দেওয়ার পর মূলধনের যে পরিমাণ দাঁড়ায় তাহা; এবং তারিখ সহ উক্তরূপ বাদ দেওয়া অর্থের পরিমাণ, দেখাইতে হইবে।

(ঘ) যে সকল আসবাব, দালানে স্থাপনের সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য সম্পদ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই উহাদের সম্পর্কে মূল্যহ্রাস দেখানোর প্রয়োজন নাই।

৭। এই শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলীকে নিম্নরূপে শ্রেণীবিন্যাস করা যাইতে পারে:-

(ক) সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ;

(খ) মজুদ আছে এইরূপ মনোহারী দ্রব্যাদি এবং ষ্ট্যাম্প;

(গ) সংগৃহীত হয় নাই অথচ অর্জিত হইয়াছে এইরূপ সুদ, কমিশন এবং শেয়ারের উপর প্রাপ্ত দালালীর টাকা এবং ঋণপত্র ও প্রাপ্য অন্যান্য আয়;

(ঘ) অগ্রিম আমানত ও অগ্রিম ভাড়া;

(ঙ) প্রাথমিক সাংগঠনিক খরচ, সংস্কার ও উন্নয়নমূলক খরচ এবং পূর্ব-পরিশোধিত খরচ;

(চ) শাখাসমূহের সমন্বয়;

(ছ) অনিশ্চয়তামূলক হিসাব;

(জ) অন্যান্য।

৮। প্রদর্শিত মূল্য বাজার মূল্যের বেশী হইবে না এবং বাজার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে নির্ভরযোগ্য আনুমানিক মূল্য।

সাধারণ নির্দেশাবলী।- যে বছরের লাভক্ষতির হিসাব দেখানো হয় উহার পূর্ববর্তী বছরের সংশ্লিষ্ট সংখ্যা (নির্দেশিত হইলে পূর্ণ টাকা অংকে) আলাদা আলাদা কলামে প্রদর্শিত হইবে।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

ফরম-খ

লাভ-ক্ষতির হিসাবের ফরম

..... তারিখে সমাপ্ত বৎসরের লাভ ক্ষতির হিসাব

ব্যয়	আয়
১। আমানত, ঋণ ইত্যাদির উপর প্রদত্ত সুদ :-	(অনাদায়যোগ্য ও সন্দেহমূলক ঋণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও সচরাচর গৃহীত ব্যবস্থা বাবদ খরচ বাদ দিতে হইবে)
২। বেতন, ভাতা ও ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত অর্থ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত বেতন ও ভাতা পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে) :-	১। সুদ ও বাট্টাকরণ :-
৩। পরিচালক এবং স্থানীয় কমিটি সদস্যগণের ফিস ও ভাতা :-	২। কমিশন, বিনিময় ও দালালী :-
৪। ভাড়া, কর, বীমা, আলো ইত্যাদির খরচ :-	৩। ভাড়া :-
৫। আইনগত কার্যধারা বাবদ খরচ :-	৪। বিনিয়োগ, স্বর্ণ এবং রৌপ্য, জমি, অঙ্গন, ইমারত এবং অন্যান্য সম্পদ বিক্রী বাবদ নীট মুনাফা :-
৬। ডাক-টিকেট, টেলিগ্রাম, ষ্ট্যাম্প :-	৫। ব্যাংক-ব্যবসায় ব্যবহৃত নয় এইরূপ সম্পদ হইতে প্রাপ্ত আয়, এবং এইরূপ সম্পদ বিক্রী বা লেন-দেনজনিত মুনাফা :-
৭। নিরীক্ষকের ফিস্ :-	৬। অন্যান্য প্রাপ্তি :-
৮। ব্যাংক-কোম্পানীর সম্পত্তির মেরামত ও মূল্য হ্রাসজনিত খরচ :-	৭। ক্ষতি (যদি থাকে) :-
৯। মনোহারী, মুদ্রণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি :-	মোট .....
১০। ব্যাংক-ব্যবসায় ব্যবহৃত হয় না এইরূপ সম্পদ বিক্রী বা লেন-দেন জনিত ক্ষতি :-	
১১। অন্যান্য খরচ :-	
১২। লাভের ব্যালান্স :-	
মোট	

বিনিয়োগ, স্বর্ণ, রৌপ্য, জমি, অঙ্গনসহ ইমারত এবং অন্যান্য সম্পদ বিক্রী বা উহাদের পূনঃ মূল্যায়নজনিত নীট ক্ষতি আয় হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

দ্বিতীয় তফসিল

[ধারা ৮১(২) দ্রষ্টব্য]

দেনাদারগণের তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা

১। সরকারী অবসায়ক, সময় সময়, দেনাদারগণের তালিকা হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করিবেন এবং এইরূপ প্রতিটি তালিকা এফিডেভিটসহ প্রত্যয়ন করিবেন।

২। উক্ত প্রতিটি তালিকায় নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা :-

(ক) দেনাদারগণের নাম ও ঠিকানা;

(খ) দেনাদারগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে ব্যাংক-কোম্পানীর প্রাপ্য পাওনা;

(গ) সুদ ধার্য করা হইলে উহার হার এবং প্রতিটি দেনাদারের ক্ষেত্রে যে তারিখ পর্যন্ত সুদ গণনা করা হইয়াছে সেই তারিখ;

(ঘ) কোন কাগজপত্র, বিবরণ ও দলিল থাকিলে প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে উহাদের বর্ণনা;

(ঙ) প্রত্যেক দেনাদারের বিরুদ্ধে প্রার্থীত প্রতিকার।

৩। (ক) যে ঋণের বিপরীতে ব্যাংক-কোম্পানী ব্যক্তিগত জামানত ব্যতীত অন্য কোন জামানত ধারণ করে এবং যে ঋণের বিপরীতে উহা কোন জামানত ধারণ করে এই দুই প্রকার ঋণ উক্তরূপ প্রতিটি তালিকায় সরকারী অবসায়ক আলাদাভাবে প্রদর্শন করিবেন;

(খ) জামানতদাতা দেনাদারগণের ক্ষেত্রে, ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক দাবীকৃত জামানতের বিবরণ, এবং সম্ভব হইলে উক্ত জামানতের আনুমানিক মূল্য এবং উক্ত জামানতে কোন স্বার্থ আছে বা জামানতের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার আছে এইরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ঠিকানা উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে;

(গ) কোন দেনা পরিশোধের ব্যাপারে কোন জামিন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, জামিনদার বা জামিনদারগণের নাম, ঠিকানা ও সেই ব্যাপারে তাঁহাদের প্রত্যেকের দায়ের সীমা এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি।

৪। কোন দেনাদারের নাম তালিকাভুক্ত হওয়ার পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে কিন্তু উক্ত তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই, তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তাঁহার স্বত্ব নিয়োগী বা, ক্ষেত্রমত, তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির রিসিভারের নাম ও ঠিকানা উক্ত তালিকায় উল্লেখ বা, ক্ষেত্রমত, যুক্ত করিতে হইবে।

৫। কোন দেনাদারের নাম উক্তরূপ তালিকাভুক্ত হওয়ার পূর্বে বা পরে, কিন্তু উক্ত তালিকা চূড়ান্তকরণের পূর্বে, তাঁহার মৃত্যু হইলে, সরকারী অবসায়ক সম্ভবমত উক্ত দেনাদারের স্থলে তাঁহার বৈধ প্রতিনিধির নাম স্থলাভিষিক্ত করিবেন।

———

Copyright@ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.